যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৮২

১/ বিবিধ

আরবী

نعم لهو المراة المغزل

موضوع

رواه الرامهرمزي في " الفاصل بين الراوي والواعي " (ص 142) : حدثنا موسى بن زكريا: حدثنا عمرو بن الحصين: حدثنا ابن علاثة قال: خصيف: حدثنا عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا

قلت: وهذا إسناد موضوع؛ آفته عمرو بن الحصين وهو كذاب، وخصيف ضعيف.
وقد توبع من مثله عن مجاهد مرسلا أوموقوفا، فقد ذكر ابن قدامة المقدسي في " المنتخب " (10/194/2) من طريق حنبل: حدثنا أبو عبد الله: نا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد موقوفا عليه. قال أبو عبد الله: " كان في كتابه (يعني ابن فضيل) : عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يرفعه، وقال: إنه سنع، يعني ابن فضيل

قلت: كذا الأصل: " سنع " ولعل الصواب: " نسي ". والله أعلم
وتمام الحديث في " المنتخب: " ونعم لهم المؤمن السباحة ". وقد تقدم الكلام عليه آنفا
وليث هو ابن أبي سليم، وكان قد اختلط. ولعل الصواب في الحديث أنه موقوف على

مجاهد. والله أعلم

وللحديث طريق آخر، فقال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر عمر بن محمد بن السري بن سهل عن عبد الله بن أحمد الجصاص عن يزيد بن عمرو الغنوي عن أحمد بن الحارث
الغساني عن بسام بن عبد الرحمن عن أنس رفعه بالجملة الأولى فقط دون زيادة " المنتخب
ذكره السيوطي في " اللآلي " (20/168 ـ 169) شاهدا للحديث الذي قبله وسكت عليه فأساء، لأن إسناده ظلمات بعضها فوق بعض! فعمر بن محمد بن السري قال الذهبي:" هالك اتهمه أبو الحسن بن الفرات، وقال الحاكم: كذاب، رأيتهم أجمعوا على ترك حديثه، وكتبوا على ما كتبوا عنه: كذاب
وأحمد بن الحارث؛ قال ابن أبي حاتم (1/1/47) عن أبيه: " متروك الحديث ". واتهمه البخاري بقوله: " فيه نظر وكذا قال الدولابي
وبقية الرواة لم أعرفهم
أفبمثل هذا الإسناد يدافع السيوطي عن الموضوعات

বাংলা

১৩৮২। নারীর সর্বোত্তম খেলা হচ্ছে চরকায় সূতা পেচানো।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটি রামহুরমুখী "আলফাসিলু বাইনার রাবী অল ওয়াঈ" গ্রন্থে (পৃঃ ১৪২) মূসা ইবনু যাকারিয়া হতে, তিনি আমর ইবনুল হুসায়ন হতে, তিনি খুসায়েফ হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী আমর ইবনুল হুসায়েন তিনি মিথ্যুক আর খুসায়েফ দুর্বল।

খুসায়েফের ন্যায় ব্যক্তি মুজাহিদ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুরসাল অথবা মওকুফ হিসেবে হাদীসটির মুতাবায়াত করেছেন। ইবনু কুদামাহ্ আল মাকদেসী "আলমুনতাখাব" গ্রন্থে (১০/১৯৪/২) হাম্বাল সূত্রে আবু আবদিল্লাহ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ফুযায়েল হতে, তিনি লাইস হতে, তিনি মুজাহিদ হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ আব্দিল্লাহ বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবনু ফুযায়েলের কিতাবে ছিল মুজাহিদ হতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মারফু হিসেবে বর্ণনা করাকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেনঃ ইবনু ফুযায়েল তা ভুলে করেছেন।

লাইস হচ্ছে ইবনু আবী সুলাইম। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

এ হাদীসটির ক্ষেত্রে সম্ভবত সঠিক হচ্ছে যে, এটি মওকুফ হিসেবে মুজাহিদ হতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। আবু নুয়াইম বলেনঃ হাদীসটি আবু বাকর উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আস-সারিউ ইবনে সাহল- আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ জাসসাস হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আমর গানবী হতে, তিনি আহমাদ ইবনুল হারেস গাসানী হতে, তিনি বাসসাম ইবনু আব্দির রহমান হতে, তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে সুয়ূতী "আললাআলী" গ্রন্থে (২০/১৬৮-১৬৯) ১৩৮১ নম্বর হাদীসের শাহেদ হিসেবে উল্লেখ করে কোন মন্তব্য না করে ত্রুটি করেছেন। কারণ এর সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। উমার ইবনু মুহাম্মাদ আসসারীউ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাকে আবুল হাসান ইবনুল ফুরাত মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। হাকিম বলেনঃ তিনি মিথ্যুক। আমি তাদেরকে (মুহাদ্দিসগণকে) দেখেছি তারা সকলে তার হাদীসকে ত্যাগ করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন আর তার সম্পর্কে লিখেছেনঃ তিনি মিথ্যুক।

আর আরেক বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনুল হারেস সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (১/১/৪৭) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেনঃ তিনি মাতরুকুল হাদীস।

তাকে ইমাম বুখারী নিম্নের উক্তির দ্বারা মিথ্যার দোষে দোষী করেছেনঃ

তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। তার সম্পর্কে দূলাবীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

আর অবশিষ্ট বর্ণনাকারীগণকে আমি (আলবানী) চিনি না।

অতএব এরূপ সনদের হাদীস শাহেদ হওয়ার যোগ্য হতে পারে না।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72261

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন